## খবর রাজ্যে/রাজ্যে

### ওড়িশায় নির্মীয়মাণ উড়াল পুল ভেঙে পড়ে মৃত ২

**ভুবনেশ্বর, ১০ সেপ্টেম্বর :** ওড়িশার ভুবনেশ্বর জেলার বমিখালে নির্মীয়মাণ উড়াল পুল ভেঙে পড়ে কমপক্ষে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন বহু মানুষ। তবে ঠিক কতজন হতাহত হয়েছেন তা এখনও পরিষ্কার নয়। কারণ ধ্বংসস্তূপে আটকে রয়েছেন এখনও বহু মানুষ। ওড়িহঅর মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক উড়াল পুল ভেঙে পড়ার ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে হতভাগ্য পরিবারগুলিকে ৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। আহতদের চিকিৎসার খরচও সরকার বহন করবে বলে জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী উড়াল পুল ভেঙে পড়ার ঘটনায় উচ্চপর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, ‘‘এই দুর্ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দোষীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রাথমিকভাবে উড়াল পুল নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত দুই ইঞ্জিনিয়ারকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।’’

ডিভিশনাল কমিশনার এ বি আট্টা দাবি করেছেন, উদ্ধারকাজ চলছে। সম্ভবত এই দুর্ঘটনায় ১১ জন আহত হয়েছেন। তবে তিনিও স্বীকার করেছেন, ধ্বংসস্তূপের মধ্যে একাধিক ব্যক্তি আটকে থাকতে পারেন। উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছে পুলিশও। স্থানীয় মানুষও সাহায্য করছেন। যত দ্রুত সম্ভব ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে চাপা পড়া মানুষজনকে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

# গলার নলি কেটে স্কুল ছাত্রকে হত্যা ও শিশুকন্যাকে ধর্ষণ, উত্তাল দিল্লি

**নয়াদিল্লি/গুরুগ্রাম, ১০ সেপ্টেম্বর :** গুরুগ্রামের অভিজাত রায়ান ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ৭ বছরের ছাত্রকে গলার নলি কেটে হত্যা এবং এক গান্ধিনগরের টেগোর পাবলিক স্কুলের ৫ বছরের এক স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনায় রবিবার উত্তাল হল দিল্লি। মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল দু’টি ঘটনাকেই লজ্জাজনক বলে মন্তব্য করেছেন। শিশুকন্যাকে ধর্ষণের ঘটনায় ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে নিহত স্কুল ছাত্রের বাবা- মা এবং অন্যান্য ছাত্রদের অভিভাবকরা তার এই মৃত্যুর জন্য সিবিআইকে দিয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করেছেন।

গুরুগ্রামের রায়ান ইন্টারন্যাশনালের ছাত্রটিকে ২ দিন আগে স্কুলের ওয়াশ রুমে গলায় নলি কাটা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। তার পাশে পড়েছিল একটি রক্তমাখা ছুরিও। মাত্র এক ঘণ্টা আগে প্রদ্যুম্ন ঠাকুর নামে ওই ছাত্রকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসেন তার বাবা। স্কুলে পৌঁছে তিনি বাড়ি ফেরার কিছু পরেই প্রদ্যুম্ন অসুস্থ বলে ফোন আসে স্কুল থেকে। এরপর স্কুলে গিয়ে তিনি ছেলের মৃত্যু সংবাদ পান। অশোক কুমার নামে ওই স্কুলের একটি বাসের কন্ডাক্টর নাকি দোষ স্বীকার করেছে। ছাত্রটিকে যৌন নির্যাতন করার পর হত্যা করা হয়েছে বলে দাবি। কিন্তু কিছু অভিভাবক রবিবার দাবি করেন, অশোক কুমারকে বলির পাঁঠা করা হচ্ছে। আসল অপরাধীকে খুঁজে বের করার জন্য তারা সিবিআই তদন্ত দাবি করেছেন।

শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে। রবিবার স্কুলের বাইরে নতুন করে বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকরা। ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা রায়ান ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের বাইরে জড়ো হয়ে মৃত ছাত্রের হত্যারহস্য উদ্ঘাটনে যে তদন্ত চলছে

তা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। প্রসঙ্গত, স্কুলের প্রধান গেটের তালা শনিবারই তারা ভেঙে ফেলে। রবিবার ফের বিক্ষোভ দেখাতে এসে ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা স্কুলের বাইরে একটি মদের দোকানে ভাঙচুর চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়।

ক্ষুব্ধ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয়। পরে অভিভাবকরা অভিযোগ করেন, পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে তারা আসল অপরাধীকে ধরার দাবি জানিয়েছেন বলে। কিন্তু অভিভাবকরা এবং মৃত ছাত্রটির বাবা-মা স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। পরিবারের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, পুলিশও স্কুল কর্তৃপক্ষের হয়ে সাফাই গাইছে।

অন্যদিকে, দিল্লির শাহদারার গান্ধিনগরে টেগোর পাবলিক স্কুলের ৫ বছরের এক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে ব্যাপক ক্ষোভ দেখা দিয়েছে অভিভাবকদের মধ্যে। দিল্লি সরকার এই ঘটনার ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ৫ বছরের একটি শিশুকন্যাকে ধর্ষণের ঘটনায় লজ্জা প্রকাশ করেছেন।

এই ঘটনার কথা জানার পর তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে কেজরিওয়াল বলেছেন, ‘‘অত্যন্ত লজ্জাজনক ঘটনা। কোনওমতেই মেনে নেওয়া যায় না। পুলিশকে তার কাজ করতে বলা হয়েছে। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ে তদন্তের। শিশুদের নিরাপত্তার জন্য সব স্কুলেই ‘প্রোটোকল ৪’ চালু করার উপরেও জোর দিয়েছেন তিনি।

জানা গেছে, শনিবার স্কুলে ক্লাসরুমের মধ্যেই টেগোর স্কুলের এক পিয়ন ৫ বছরের শিশুকন্যাটিকে ধর্ষণ করে। অভিযুক্তকে চিহ্নিত করা গেছে। তার নাম বিকাশ। বয়স ৪০। ঘটনার পর থেকেই সে পলাতক। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। ওই শিশুকন্যাটির বাবা সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, স্কুল থেকেই সে অত্যন্ত খারাপ অবস্থা নিয়ে বাড়ি ফেরে সে। তার শারীরিক পরিস্থিতি দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন বাবা-মা। কী হয়েছে জানতে চাওয়ার পরই সে মায়ের কাছে এই ভয়ঙ্কর ঘটনার কথা জানায়। মা সঙ্গে সঙ্গে বাবাকে ঘটনাটি জানানোর পর শিশুকন্যাটিকে হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা তাকে দেখার পরই বাবাকে অবিলম্বে পুলিশের কাছে এফআইআর করার পরামর্শ দেন।

শিশুকন্যাটির বাবা সাংবাদিকদের আরও জানিয়েছেন, পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। তাঁরা চান অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক। যদিও স্কুল কর্তৃপক্ষ এখনও কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি। সোমবার স্কুল খুললে এ সম্পর্কে আলোচনা হবে বলে জানিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। যদিও তার আগেই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

অভিভাবকরাও এই ঘটনায় উদ্বিগ্ন। কেউ কেউ বলেছেন, নির্ভয়া কাণ্ডের পর সরকার এ নিয়ে আইন পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। তারা ভেবেছিল পরিস্থিতির বোধহয় উন্নতি হবে। পরিবর্তে দেখা যাচ্ছে, পরিস্থিতির দিন দিন আরও খারাপ হচ্ছে। কারণ নির্ভয়া কাণ্ডের পরও দিল্লি, গুরুগ্রাম সহ সংলগ্ন বিভিন্ন অঞ্চলে তো বটেই এবং সারা দেশে ধর্ষণের ঘটনা কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। এমনকি শিশুরাও রেহাই পাচ্ছে না এই ধর্ষণের হাত থেকে। এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। বাড়ছে ধর্ষকদের সাহস।

### সন্তানসম্ভবা মহিলার শরীরে সুচ ফুটিয়ে বের করা হল ১৬ ঘণ্টা পর

**ভোপাল , ১০ সেপ্টেম্বর :** চিকিৎসকদের রোগীদের প্রতি ভুলের আরও একটি গুরুতর ঘটনার কথা জানা গেছে। ভোপালে একটি সরকারি হাসপাতালে এক সন্তানসম্ভবা মহিলার শরীরে সুচ ঢুকিয়ে ফেলেন এক চিকিৎসক। ডেলিভারির সময় স্পাইনাল অ্যানাসথেসিয়া করতে গিয়ে এই কাণ্ডটি করে বসেন তিনি। ১৬ ঘণ্টা ওই ‘কেয়ারলেস’ চিকিৎসক সুচটি রোগিণীর দেহ থেকে বের করে আনেন। ঘটনাটি ঘটেছে ভোপালের সরকারি সুলতানিয়া জেনানা হাসপাতালে। সন্তানের জন্মের সময় অপারেশনের প্রয়োজনে তাঁকে অচেতন করতে ইঞ্জেকশন দিতে গিয়ে সুচটি ভুলবশত শরীরের মধ্যেই থেকে যায়। অপারেশন হওয়ার পর অচেতন অবস্থা থেকে জ্ঞান ফিরে আসার পর রাখি গনতা নামে ওই রোগিণী তাঁর পিঠের দিকে ব্যথা অনুভব করতে থাকেন। ২৩ বছরের রাখি সেকথা জানালে প্রথমে বেশ কয়েকঘণ্টা চিকিৎসকরা অথবা পরিবারের কেউই তাঁর অভিযোগ শোনেননি। ১৬ ঘণ্টা পর চিকিৎসকরা রাখিকে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখতে পান তাঁর শিরদাঁড়ায় সুচটি রয়ে গেছে। পরে রাখির শাশুড়ি উর্মিলা গনতা জানিয়েছেন, দীর্ঘ ১৬ ঘণ্টা পর তাঁর বউমার শরীর থেকে সুচটি বের করা হয়েছে। সুপার করণ পেপরে দায় স্বীকার করে ওই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

### মান্দোলি জেলে বন্দিদের উপর অমানবিক ব্যবহার, তদন্তের নির্দেশ দিল্লি হাইকোর্টের

**নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর :** দিল্লিতে সম্প্রতি চালু হওয়া মান্দোলি জেলে বন্দিদের উপর অমানবিক ব্যবহার নিয়ে একাধিক বন্দি হাইকোর্টে অভিযোগ দায়ের করে। বন্দিদের ৮ পাতার হাতে লেখা চিঠিতে অত্যন্ত গুরুতর বিষয় আখ্যা দিয়ে দিল্লি হাইকোর্ট তাদের অভিযোগ খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন। এ নিয়ে তদন্ত শেষে রিপোর্ট জমা দিতে হবে হাইকোর্টের কাছে। শুধু তদন্তের নির্দেশই নয়, দিল্লি হাইকোর্ট শো-কজ নোটিস ধরিয়েছে দিল্লি সরকারের কারা দফতর সহ তিহার জেলের ডিরেক্টর জেনারেলকে। কারণ তিনি রাজধানীর তিনটি জেলেরই প্রশাসনিক প্রধান।

বন্দিদের হাতে লেখা ৮ পাতার চিঠিটিতে দিল্লি হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি গীতা মিত্তাল এবং বিচারপতি সি রবিশঙ্কর জনস্বার্থে আবেদন বলে ধরে নিয়েছেন। এক বন্দি একটি চিঠিতে জানিয়েছেন, মান্দোলি জেলে বন্দিদের প্রতি অমানবিক আচরণের প্রতিবাদে তিনি প্রায় আড়াই মাস অনশনও করেছেন।

প্রসঙ্গত, দিল্লিতে তিনটি জেল রয়েছে। পশ্চিম দিল্লিতে তিহার জেল ছাড়াও উত্তর-পশ্চিম দিল্লিতে রয়েছে রোহিনী এবং পূর্ব দিল্লিতে চালু হয়েছে মান্দোলি জেল। ২০১৬ সাল থেকে মান্দোলিকে জেল হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। মান্দোলি কমপ্লেক্সে বন্দিদের থাকার জন্য ৬টি কারাকক্ষ রয়েছে। এইসব কারাকক্ষে ঘর রয়েছে ৩,৭৭৬টি। সেখানে তিহার ও রোহিনী জেলে রয়েছে ১৪, ৪৯টি কারাকক্ষ। অথচ তাদের ঘোষিত বন্দি রাখার ক্ষমতা হল ৬, ২৫০।

মান্দোলি জেলে থাকার জায়গার থেকে বন্দির সংখ্যা অনেক বেশি। ফলে রীতিমতো গাদাগাদি করে থাকতে হয় বন্দিদের। তাদের খাবার এবং অন্যান্য ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ। এই অবস্থা খতিয়ে দেখতেও বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষকে। পুরো পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পর যত দ্রুত সম্ভব রিপোর্ট জমা দিতে হবে হাইকোর্টের কাছে। কারণ আগামী ৩০ নভেম্বর এই অভিযোগের ফের শুনানি হবে।

এক বন্দি গত ২৩ জুন থেকে অনশন শুরু করেছে। তার ১৪ বছরের কারাদণ্ড হয়েছে। দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতিদের কাছে হিন্দিতে লেখা চিঠিতে ওই বন্ধু অভিযোগ করেছেন, মান্দোলি জেলের কেউ তার অভিযোগে কান দেয় না। কর্তৃপক্ষ তাদেরকে নিতান্তই যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে।

রাজৌরি-শ্রীনগর সড়কে কাঁটাতারের বেড়া ঘেরা রাস্তায় নিচু হয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে এক মহিলাকে।

### এনডিএ শাসনের সমালোচনা করে অবসর ঘোষণা জেঠমালানি’র

**নয়াদিল্লি/মুম্বই, ১০ সেপ্টেম্বর :** বিশিষ্ট আইনজীবী রাম জেঠমালানি তাঁর অবসরের কথা ঘোষণা করলেন। আইনজীবী হিসেবে সাত দশকের দীর্ঘ বৈচিত্রময় কেরিয়ার শেষে এবার অবসর নিচ্ছেন জেঠমালানি। বতর্মান সরকারের সম্পর্কে তিনি যে হতাশাগ্রস্ত তা চাপা থাকেনি ৯৪ বছরের প্রাক্তন এই বিজেপি নেতার। তিনি স্পষ্টই বলেছেন, এই সরকার দেশের কল্যাণ করতে অপারগ।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীদের সংস্থা বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া শনিবার নবনিযুক্ত প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রকে সংবর্ধনা জানায়। এই অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে জেঠমালানি অভিযোগ করেন, বিদায়ী ইউপিএ সরকারের মতোই বর্তমান এনডিএ সরকারও দেশকে হতাশার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। প্রাক্তন এবং বর্তমান দুই সরকারই দেশের মানুষের কল্যাণ করতে পারেনি। বার কাউন্সিলের সব সদস্য এবং দেশের সুনাগরিকদের উচিত, এই প্রশাসনিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা। এমনকি বর্তমান সরকারকে (মোদী সরকার) যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিদায় দেওয়া উচিত বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি।দেশের প্রবীণতম আইনজীবী জেঠমালানি

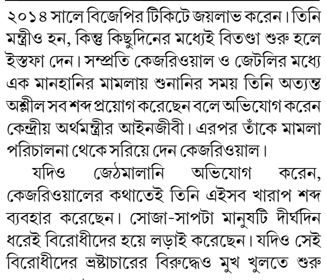

২০১৪ সালে বিজেপির টিকিটে জয়লাভ করেন। তিনি মন্ত্রীও হন, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বিতণ্ডা শুরু হলে ইস্তফা দেন। সম্প্রতি কেজরিওয়াল ও জেটলির মধ্যে এক মানহানির মামলায় শুনানির সময় তিনি অত্যন্ত অশ্লীল সব শব্দ প্রয়োগ করেছেন বলে অভিযোগ করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর আইনজীবী। এরপর তাঁকে মামলা পরিচালনা থেকে সরিয়ে দেন কেজরিওয়াল।

যদিও জেঠমালানি অভিযোগ করেন, কেজরিওয়ালের কথাতেই তিনি এইসব খারাপ শব্দ ব্যবহার করেছেন। সোজা-সাপটা মানুষটি দীর্ঘদিন ধরেই বিরোধীদের হয়ে লড়াই করেছেন। যদিও সেই বিরোধীদের ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধেও মুখ খুলতে শুরু করেছেন এখন।

### স্কুলগুলি আর শিশুদের পক্ষে নিরাপদ নয় : সত্যার্থী

**কন্যাকুমারী, ১০ সেপ্টেম্বর :** স্কুলের বদ্ধ পরিবেশ ভাল লাগেনি রবীন্দ্রনাথের। তাই ওরিয়েন্টাল সেমিনারির পর তিনি আর স্কুলে যেতে চাননি। কিন্তু ঠাকুরবাড়ির সাংস্কৃতিক পরিবেশে যে রবীন্দ্রনাথ বড় হয়ে উঠেছেন, তা ছিল পরিপূর্ণ মানুষ গড়ার উপযুক্ত। আর্থিক দিক দিয়ে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ঠাকুর পরিবার সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও অতি উচ্চমানের ছিল। তাই স্কুলে না গেলেও রবীন্দ্রনাথ স্কুল পড়ুয়াদের থেকে অনেক বেশি শিক্ষালাভ করতে পেরেছিলেন।

ঠাকুর পরিবারে যা সম্ভব হয়েছিল, তা সাধারণ একটি পরিবারে কখনই সম্ভব নয়। স্কুলে পাঠাতেই হয় সন্তানদের। কিন্তু সেই স্কুলও আর তাদের পক্ষে নিরাপদ থাকছে না। গুরুগ্রামে রায়ান ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এবং দিল্লির টেগোর পাবলিক স্কুলে দুই শিশু শিক্ষার্থীর উপর যৌন অত্যাচারের কথা জানাজানি হওয়ার পরই স্কুলগুলি আর শিশুদের পক্ষে নিরাপদ নয় বলে মন্তব্য করেছেন শান্তির জন্য নোবেলজয়ী কৈলাস সত্যার্থী।

আজীবন শিশুদের উন্নতির জন্য কাজ করার শপথ নিয়েছেন তিনি। কিন্তু এখন শিশুদের উপর স্কুল কর্তৃপক্ষের অবহেলায় যে নির্যাতন ঘটছে, তাতে অত্যন্ত বিচলিত সত্যার্থী বলেছেন, ‘শিশুদের স্কুলে যাওয়ার জন্য আমি সবসময় উৎসাহ দি। কারণ আমি বিশ্বাস করি, প্রত্যেকটি শিশুর শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এতদিন স্কুলগুলিই ছিল শিশুদের পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। কিন্তু সম্প্রতি স্কুলেই তাদের উপর যে অত্যাচার শুরু হয়েছে, তাতে আর বলা যাচ্ছে না স্কুলগুলি সবচেয়ে নিরাপদ শিশুদের পক্ষে।’ হতাশ এবং ক্ষুব্ধ সত্যার্থীর মতে, ‘আমরা আমাদের শিশুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছিল।’ প্রসঙ্গত, সত্যার্থী সম্প্রতি দেশজুড়ে শিশু পাচার এবং শিশুদের উপর যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়াই ছড়িয়ে দিতে ভারত যাত্রা শুরু করেছেন। সাম্প্রতিক দু’টি ঘটনা যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করেছে, অভিভাবক এবং শিশুদের যে স্কুলে গিয়ে শিক্ষা নিতে ভয় হচ্ছে, তার জন্য সকলেরই লজ্জিত হওয়া উচিত।

সত্যার্থীর মতে, স্কুল তৈরি করার সময়ই নিরাপত্তার বিষয়টিকে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত পরিচালন কর্তৃপক্ষের। শিশুটি যখন স্কুলে থাকে, স্কুলের বাইরে থাকে বা বাড়ি থেকে স্কুলে আসে এই সময়ও তাদের নিরাপত্তার দিকটি নিশ্চিত করতে হবে। দুঃখের বিষয়, স্কুলগুলি তাদের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবেই না।

### ১৪ ‘ভুয়ো বাবা’র তালিকা দিল অখিল ভারতীয় আখড়া পরিষদ

**এলাহাবাদ, ১০ সেপ্টেম্বর :** সাধুদের শীর্ষ সংস্থা অখিল ভারতীয় আখড়া পরিষদ ১৪ ‘ভুয়ো বাবা’র তালিকা দিয়ে এইসব ভুঁইফোর নেতাদের বিরুদ্ধে আইন আনার দাবি জানিয়েছে। প্রসঙ্গত, আখড়া পরিষদ আখড়াগুলির সমন্বয় সমিতি। অষ্টম শতাব্দীতে আদি শঙ্করাচার্য ধর্মীয় যে রীতিনীতি প্রবর্তন করেছিলেন, আখড়া কাউন্সিল তাই মেনে চলে। তাদের লক্ষ্য হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করা।

আখড়া কাউন্সিল কোন কোন ভুয়ো বাবার তালিকা দিয়েছে? জানা গেছে, এই ১৪ ভুয়ো বাবার তালিকায় রয়েছেন গুরমিত রাম রহিম সিং, রামপাল, আসারাম এবং তার ছেলে নায়ারণ সাই প্রমুখ। পরিষদের প্রেসিডেন্ট স্বামী নরেন্দ্র গিরির দাবি, তাঁরা সাধারণ মানুষের কাছে অনুরোধ করেছেন, এইসব সাধু-সন্ন্যাসী সম্পর্কে সতর্ক থাকতে। তাদের কার্যকলাপ নিয়ে প্রশ্ন তুলতে। কারণ এইসব সাধুদের কোনও ঐতিহ্য নেই।

স্বামী নরেন্দ্র গিরির আরও দাবি, তারা কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকারগুলিকে, সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী দলগুলির কাছেও ভুয়ো বাবাদের সম্পর্কে অভিযোগ করে চিঠি পাঠিয়েছেন। এইসব স্বঘোষিত ধর্মগুরুদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণে আনতে অবিলম্বে তাদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করা উচিত বলেও মন্তব্য করেছেন গিরি। হরিয়ানার পাঁচকুলায় সম্প্রতি ডেরা সচা সওদা প্রধান রাম রহিম সিংয়ের ২০ বছর জেল হয়েছে। আশ্রমের ২ সাধ্বীকে ধর্ষণের অভিযোগে তার জেল হয়েছে। তাকে গ্রেফতারের পর হরিয়ানা, পাঞ্জাব এবং রাজস্থানের বিভিন্ন অংশে ব্যাপক হিংসা দেখা দেয়।

এই যৌন লাঞ্ছনার অভিযোগে জেল খাটছে আর এক স্বঘোষিত ধর্মগুরু আসারাম বাপু। তার ছেলে নারায়ণ সাইও একই অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে জেল খেটেছে। আপতত জামিনে মুক্ত। রামপালও জেলে বন্দি রয়েছে একাধিক অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে।

### তামিলনাড়ুতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে এআইএডিএমকে, দাবি স্ট্যালিনের

**তাঞ্জাভুর, ১০ সেপ্টেম্বর :** শাসকদল এআইএডিএমকে রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে বলে দাবি করেছেন বিধানসভায় বিরোধী দলের নেতা ও ডিএমকে-র অস্থায়ী সভাপতি এম কে স্ট্যালিন। তাঁর দাবি, এআইএডিএমকে’র সঙ্গে কমপক্ষে ২১ জন বিধায়ক এখন নেই। অথচ ডিএমকে পরিচালিত বিরোধীদের সংখ্যা ৯৮। ডিএমকে এবং তার জোটসঙ্গীরা অর্থাৎ কংগ্রেস এবং ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ পাটিগণিতের এই স্বচ্ছ হিসেবটি রাজ্যপাল সিএইচ বিদ্যাসাগর রাওয়ের কাছে রবিবার তুলে ধরেন।

বিরোধী দলগুলি রাজ্যে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলতে আগেই রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে তাঁর অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়েছিল। স্ট্যালিন হুমকি দেন, রাজ্যপাল যদি কোনও ব্যবস্থা না নেন, তবে এআইএডিএমকে সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে জনগণের লড়াই শুরু হবে। তিনি আরও বলেছেন, একে ক্ষমতা দখল বলা ভুল হবে। তামিলনাড়ুর মানুষের আত্মমর্যাদাকে সুরক্ষিত করতেই তাঁরা এআইএডিএমকে সরকারকে অপসারিত করতে চান। স্ট্যালিন এই দাবি করলেন এমন একটি সময়ে যখন মুখ্যমন্ত্রী পালানিস্বামীর সঙ্গে ক্ষমতা নিয়ে লড়াই শুরু হয়েছে এআইএডিএমকে’র ডেপুটি জেনারেল সেক্রেটারি টিটিভি দিনাকরণের সঙ্গে। প্রসঙ্গত, দিনাকরণ পালানিস্বামীকে সরাতে কার্যত আদাজল খেয়ে লড়াই শুরু করেছেন। ২৩৪ সদস্য বিশিষ্ট তামিলনাড়ু বিধানসভা (আর কে নগর)-এ প্রয়াত জয়ললিতার আসনটি শূন্য। এছাড়া এই আসনটি বাদ দিয়ে এআইএডিএমকে-র রয়েছে ১৩৪ বিধায়ক। বিরোধী ডিএমকে-র রয়েছে ৮৯ জন বিধায়ক।

### সুষমার উদ্যোগে ফিরিয়ে আনা হল রিয়াধে যৌন লাঞ্ছনার শিকার ভারতীয় মহিলাকে

**হায়দরাবাদ, ১০ সেপ্টেম্বর :** অনেক আশা নিয়ে দেশ ছেড়েছিলেন হুমেরা বেগম। তাঁর আশা ছিল, আরব দেশে গিয়ে বহু টাকা রোজগার করে দেশে ফিরবেন। কিন্তু টাকা রোজগার তো হলই না, কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের হস্তক্ষেপে কোনওরকমে দেশে ফিরে এখন তিনি অনেকটাই নিশ্চিন্ত বোধ করছেন। কী হয়েছিল হুমেরার? তিনি নিজেই সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াধে কীভাবে নিয়োগকর্তার যৌন লাঞ্ছনার শিকার হয়েছেন।

শেষ পর্যন্ত গোপনে বিষয়টি বোনকে জানান। বোন শরণাপন্ন হন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রীর। কারণ সুষমার কাছে এ ধরনের কোনও আর্জি জানালে যে সবরকম সাহায্য মেলে তা জানা ছিল বোনের। শেষে সুষমা স্বরাজের সাহায্যেই দেশে ফিরেছেন হুমেরা। হায়দরাবাদের বাড়িতে বসে রিযাধের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন তিনি। রিয়াধে তাঁর নিয়োগকর্তারা প্রচণ্ড অত্যাচার চালাত। তাকে রীতিমতো মারধর করা হত, কিন্তু খেতে দেওয়া হত না। এমনকি বোনের সঙ্গে মোবাইলে কথা বলতেও দেওয়া হত না। নিয়োগকর্তা তাঁর ওপর যৌন লাঞ্ছনাও চালাতেন। পরিবারের লোকেরা সব জেনেও মুখে কুলুপ এঁটে থাকত। শেষে ভারতীয় দূতাবাসের সাহায্যে হায়দরাবাদে ফিরতে পেরেছেন হুমেরা।

তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করার জন্য হুমেরা বেগম ধন্যবাদ জানিয়েছেন ভারতীয় দূতাবাসকে। তিনি অপরিসীম কৃতজ্ঞ বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের কাছে। কারণ বিদেশমন্ত্রী এবং ইমিগ্র্যান্টসের প্রটেক্টর জেনারেল এম সি লুথারের সাহায্যেই তিনি দেশ ফিরতে পেরেছেন। প্রসঙ্গত, আগস্টের গোড়ার দিকেই হুমেরার বোন স্বরাজের কাছে তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনতে আর্জি জানান। সৈয়দ নামে এক এজেন্টের ভুয়ো প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে গত ২৩ জুলাই তিনি দেশ ছাড়েন। মক্কার কাছে মুসলিম তীর্থক্ষেত্র উমরাহতে তিনি কাজের সুযোগ পাবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে হুমেরাকে রিয়াধে নিয়ে যাওয়া হয়। বেতন বলা হয় প্রতি মাসে ২৫ হাজার টাকা।

পাটনায় রবিবার স্থায়ী চাকরির দাবিতে কি-বোর্ড, সিপিইউ এবং মাউস হাতে নিয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন কম্পিউটর শিক্ষকরা।